তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৫৪

**আগামীকাল থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি বা আইপি দেয়া হবে**

**ঢাকা**,২১ জ্যৈষ্ঠ **(৪ জুন) :**

আগামীকাল থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি বা আইপি দেবে কৃষি মন্ত্রণালয়। পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সীমিত আয়ের, শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট লাঘবসহ সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, পেঁয়াজ উৎপাদন করে কৃষক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষায় বিগত ১৫ মার্চ থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি বন্ধ রাখা হয়েছিল।

আজ ঢাকার আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, পেঁয়াজ আমদানির বিষয়টি আমাদের জন্য উভয় সংকটের মতো। পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিলে দাম অনেক কমে যায়, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আর আমদানি না করলে দাম বেড়ে যায়, ভোক্তাদের কষ্ট হয়। সেজন্য, সবসময়ই আমরা চাষি, উৎপাদক, ভোক্তাসহ সকলের স্বার্থ বিবেচনা করেই আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।

পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়ন করছে রোডম্যাপ। এতে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। গত ২ বছরে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন বেড়েছে ১০ লাখ টন। দুবছর আগে যেখানে উৎপাদন হতো ২৫ লাখ টনের মতো, এখন উৎপাদন হচ্ছে ৩৫ লাখ টনের মতো।

পেঁয়াজের উৎপাদন ও বিপণনের বর্তমান চিত্র: ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৫ লাখ মে.টন পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়েছে। এবছর ৩৪ লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। পেঁয়াজের সংগ্রহ থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে বিভিন্ন ধাপে অপচয় ২৫-৩০% বাদে গত বছর নিট উৎপাদন হয়েছে ২৪ দশমিক ৫৩ লাখ মে.টন। বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাহিদা বছরে প্রায় ২৮-৩০ লাখ মে.টন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে পেঁয়াজ আমদানি হয় ৬ দশমিক ৬৫ লাখ মে.টন।

#

কামরুল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৫৩

**নিটোর (পঙ্গু) হাসপাতালে ২০ বেডের নতুন আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধন**

**ঢাকা**,২১ জ্যৈষ্ঠ **(৪ জুন) :**

রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর নবনির্মিত আধুনিক মানের বিশটি আইসিইউ বেড সংবলিত নতুন ইউনিট আজ উদ্বোধন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নতুন আইসিইউ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন শেষে নবনির্মিত আইসিইউ বেড উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই নিটোর হাসপাতালটি জাতির পিতা মহান মুক্তিযুদ্ধে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভেবে স্থাপন করেছিলেন। এখন সেই হাসপাতালে এক হাজার বেড স্থাপন করা হয়েছে। বছরে এখানে লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হচ্ছেন। অন্যদিকে দেশে প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। হাজারো মানুষ দুর্ঘটনায় আহত হচ্ছে, পঙ্গুত্ব বরণ করছে। দুর্ঘটনায় চিকিৎসার জন্য দেশে এর থেকে ভালো আর কোনো হাসপাতাল নেই। এজন্য এই হাসপাতালকে আরো যুগোপযোগী করতে যা দরকার সবই করা হবে।

এবারের বাজেট প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেট দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য করা একটি আশীর্বাদ বাজেট। এই বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের জন্য অর্থ বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এবারের করোনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যখাত আমাদের জন্য খুব জরুরি একটি খাত। এই খাতে আমাদের গুরুত্ব আরো বেশি দিতে হবে।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিটোর হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিট ঘুরে দেখেন এবং চিকিৎসারত রোগী, চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে কথা বলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক জামাল হোসেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) নাজমুল হক খান এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর পরিচালক অধ্যাপক আব্দুল গণি মোল্লা।

#

মাইদুল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৯৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ২০৫২

**শিশুদের হাতে ২০৪১ এর বাংলাদেশের চাবিকাঠি**

 **---প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, আজকের শিশুদের হাতেই রয়েছে ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশের চাবিকাঠি। তাই শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের পাশাপাশি তাদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিও আকৃষ্ট করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর মনে দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা পিটিআই মিলনায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২৩ বিতরণ উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও  গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তহীন প্রয়াস অব্যাহত আছে। উপবৃত্তি কার্যক্রম নতুনভাবে চালুকরণ, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম দ্রুত চালুকরণের মধ্য দিয়ে ঝড়েপড়া রোধ হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসতে প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুরা উৎসাহী হবে। এ ছাড়া রাজধানীসহ প্রতিটি স্কুলকে নান্দনিকভাবে সাজানো হচ্ছে। ভবিষ্যতের পাঠশালা হবে শিশুর দিনযাপনের প্রিয় প্রাঙ্গণ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ।

#

মাহবুবুর/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৮৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ২০৫১

**পুরাতন ঢাকার শ্যামপুরে উদ্বোধন হলো অস্থায়ী রাসায়নিক গুদাম**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন):

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত গুদাম’ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন ঢাকার শ্যামপুরে অস্থায়ী রাসায়নিক গুদাম উদ্বোধন করা হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এই গুদাম উদ্বোধন করেন। গুদাম উদ্বোধনকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, স্থানীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, প্রকল্পের ঠিকাদার নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাকসুস এবং বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ সাইদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, নিমতলী ও চুরিহাট্টা ট্রাজেডির যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে কেমিক্যাল গোডাউন সরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় এই রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। অস্থায়ীভাবে নির্মিত এই রাসায়নিক গুদাম শীঘ্রই প্রকৃত ব্যবসায়ীদের নিকট বরাদ্দ দেয়া হবে। টঙ্গীতে এরকম একটি গুদাম নির্মিত হচ্ছে।

শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সর্বাত্মক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ইতোমধ্যে দেশে ব্যবসা ও শিল্পসহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকার অস্থায়ীভাবে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ৩১০ একর জমির উপর ‘বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেখানে আমরা ভূমি উন্নয়ন করেছি। বাউন্ডারি নির্মাণ ও অন্যান্য ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছি। প্লট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বিস্ফোরক দ্রব্যের জন্য আলাদা গুদামঘরের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুরান ঢাকা থেকে এগুলো স্থানান্তর করা হবে। আমি আশা করব, দ্রুত যেন এই নীতিমালাটি (পুরান ঢাকা রাসায়নিক দ্রব্যাদি স্থানান্তর নীতিমালা) প্রণয়ন করা হয়। এফবিসিসিআই, ঢাকার চেম্বারসহ ব্যবসায়ী প্রতিনিধি যারা এখানে আছেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে একটি নীতিমালা করে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। এ নীতিমালা করতে যেন আবার কয়েক বছর লেগে না যায় সেজন্য আমি মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিবকে অনুরোধ করব। একটি সুনির্দিষ্ট সময় যেমন ১৫ দিন বা এক মাসের মধ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং নীতিমালাটি যেন ব্যবসাবান্ধব হয়। যারা এখানে গুদামে আসবেন তাদের কিন্তু আবারও বিনিয়োগ করতে হবে। তারা ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় তারা যেন উৎসাহিত বোধ করে, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিছু ছাড় দিয়ে হলেও সেভাবে যেন নীতিমালাটি করা হয়। এমনভাবে যেন কোন নীতিমালা করা না হয়, যেটা বাস্তবতার নিরিখে তাদেরকে আরো নিরুৎসাহিত করবে, সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে আমি অনুরোধ করব। এ বিষয়ে আমাদের তরফ হতে সকল ধরনের সহযোগিতা থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি, সকল বিপজ্জনক রাসায়নিক সামগ্রী ধীরে ধীরে স্থানান্তর হবে। একটি দুর্যোগপূর্ণ নগরী হিসেবে নয়, আমরা চাই ঢাকা হোক দুর্যোগ সহনশীল বাসযোগ্য একটি নগরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে দেশকে আবারও পেছনের দিকে নিয়ে যেতে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধীদের নানামুখী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতাবিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রকল্পটি মার্চ ২০১৯ সালে শুরু হয় এবং সম্প্রতি এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা হলেও প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৬২ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এর মধ্যে জিওবি তথা সরকারি অনুদান ৫৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং বিসিআইসি দিয়েছে ৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা। ফলে এতে সরকারের প্রায় ৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। ৬ দশমিক ১৭ একর জমির উপর নির্মিত এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩৫´×৩৫´×২০´ আকারের ৫৪টি গুদাম ও ৭২´×৩৬´আকারে তিনতলা বিশিষ্ট দুইটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরান ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ‘উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরি লি.’ শ্যামপুর, ঢাকা এর স্থলে ‘অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি জরুরিভিত্তিতে সরকার হাতে নেয়। এটি প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

#

মাহমুদুল/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৫০

**নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী প্রদত্ত সঠিক তথ্য**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

আজ রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিচারকদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে নির্বাচনকালীন সরকার প্রসঙ্গে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এর বক্তব্য নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে তা নিম্নবর্ণিতভাবে স্পষ্ট করা হলো:

প্রকৃত তথ্য হলো সাংবাদিকেদের প্রশ্নের জবাবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টাইল পার্লামেন্টারি সিস্টেম অভ্ গভর্নমেন্টে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন মনে করেন যে, তিনি একটি ছোট সরকার গঠন করতে চান বা নির্বাচনকালীন সরকার করতে চান, তখন তিনি তা করবেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে কোন অষ্পষ্টতা নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন, নির্বাচনকালীন সরকারে কারা কারা থাকতে পারেন, সে ব্যাপারে একটি রূপরেখা তিনি দিয়েই দিয়েছেন।

সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের একজন রিপোর্টিয়ার বাংলাদেশ সফর শেষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, এই বক্তব্য জাতিসংঘ দিয়েছে বলে আমি মনে করি না। তারা এই বক্তব্য দেওয়ার আগেই ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যখন মিসইউজ ও অ্যাবিউজ হচ্ছিল তখনই কিন্তু আমি বলেছি যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই আইনের মিসইউজ ও অ্যাবিউজ বন্ধ করা প্রয়োজন। ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় আমি পরিস্কারভাবে বলেছি যে, এই মিসইজউ ও অ্যাবিউজ বন্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কিছু সংশোধন প্রয়োজন হবে এবং সে বিষয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করেছি। টেকনিক্যাল নোট পেয়েছি। এসব মতামত বিবেচনা করে আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনী আনা হবে। এটা কারো প্রেসক্রিপশনের ওপর নির্ভরশীল না। আমরা যখন মনে করেছি যে, মিসইউজ হয়েছে, আমরা স্বীকার করেছি এবং সেই মিসইউজকে সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি।

উল্লেখ্য, সাংবাদিকদের উপর্যুপরি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মন্ত্রী নির্বাচনকালীন সরকার গঠন প্রসঙ্গে শব্দচয়নে ভুল করায় যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট করা হলো।

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ২০৪৮

**ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, বাজেট নিয়ে যে ‘পেশাদার সমালোচক’রা বলেন যে তারা অনেক গবেষণা করেন, বাজেটের ঘাটতিকে বড় করে দেখান, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি—আমাদের দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপির অনুপাতে ঘাটতি ৫ দশমিক ২ শতাংশ আর ভারতের ক্ষেত্রে এ ঘাটতি ৫ দশমিক ৯ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ৬ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। শুধু তাই নয় পৃথিবীর একশ’রও বেশি দেশের বাজেটেই ঘাটতি থাকে।

আজ সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালেই মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘‘আর আমাদের ‘রাজনৈতিক সমালোচক’রা তো বাজেট না পড়েই বক্তব্য দিয়েছেন। আসলে এ বাজেট জনবান্ধব, গরিববান্ধব। কারণ বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি উপকারভোগী, ভাতাধারীর সংখ্যা এবং ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে এবং সরাসরি ২ কোটি মানুষ সরকারের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তা পাবে। যারা পাবে তারা সবাই দরিদ্র। তাহলে কি এটি গরিববান্ধব বাজেট নয়!’’

সাংবাদিকরা এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, আমেরিকা না গেলে কিছু আসে যায় না, পৃথিবীতে অনেক মহাদেশ আছে—এ বিষয়ে জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নতুন ভিসা নীতি ঘোষণার পর যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে টেনশনে আছে, তাদের টেনশন কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। আমরা সেই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করতে চাই এবং সে কারণে আপনারা দেখেছেন যে, সরকার পররাষ্ট্র এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে অনেক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একই সাথে অন্যান্য দেশ-মহাদেশ যেমন, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যের আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতে এবং ওশানিয়া অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রচুর সম্ভাবনাময় এলাকায় আমরা বাণিজ্য বাড়াতে চাই। প্রধানমন্ত্রী সে কথাই বলেছেন।’

সরকার বাধ্যতামূলক কর আরোপ করছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বাধ্যতামূলক কর দিতে হবে এটা সঠিক নয়। যাদের টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার) সার্টিফিকেট আছে কিন্তু ট্যাক্স ফাইল করেন না, তাদের ২ হাজার টাকা ফি দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করার কথা বলা হয়েছে।’

**‘আজরাইল উনাদের পেছনেও আছে, সাথে শয়তানও’**

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্য ‘সরকারের পেছনে আজরাইল দাঁড়িয়ে আছে’ —এর জবাবে সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আজরাইল উনাদের পেছনেও আছে, আজরাইলের সাথে শয়তানও আছে। ফখরুল সাহেব যে বিষয়কে ইঙ্গিত করে বলেছেন, সেটি যদি আজরাইল হয় তাহলে সেই আজরাইল উনাদের অনেক বেশি কাছাকাছি কারণ যার সাথে শয়তান থাকে, আজরাইল তার কাছে আগে পৌঁছায়। মির্জা ফখরুল সাহেবকে এ জন্য বলব, এ ধরনের বক্তব্য রেখে আত্মতুষ্টির চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। আপনাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মাঠে মারা গেছে এবং সারা দুনিয়ার কোনো জায়গা থেকে সমর্থন পায় নাই। সুতরাং আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।’

**‘তালিকা আমরাও করছি’**

বিএনপি তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলাকারী ও সংশ্লিষ্ট পুলিশের তালিকা করছে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আমরাও তালিকা করছি। যারা আগুন সন্ত্রাস চালিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের ওপর হামলা পরিচালনা করেছে, গাড়িঘোড়া ভাংচুর করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, ভোটে বাধা দিয়েছে, তাদের এবং তাদের হুকুমদাতা, অর্থদাতাদেরও তালিকা আমরা করছি। বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে আছে, সেগুলো এক জায়গায় করছি। আমাদের কাছ থেকে অনেকে তালিকা চেয়েছে। খুব সহসা যে সমস্ত জায়গায় দেওয়া প্রয়োজন, পৌঁছানো প্রয়োজন সে সবখানে আমরা তালিকা দেব।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২০৪৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ সময় ৮৯০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৩৫৭ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪৭

**আঙ্কারায় এরদোগানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন গতকাল আঙ্কারার গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তুরস্কের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।  এসময় ফার্স্ট লেডি  ড. রেবেকা সুলতানা রাষ্ট্রপতির সাথে ছিলেন।

বিশ্বের ৭৭টি দেশের নেতৃবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যা ৫ টায় (তুরস্ক স্থানীয় সময়) এই শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ন্যাটো এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

তুর্কি নেতা এরদোগান টানা তৃতীয় মেয়াদে  প্রেসিডেন্ট হিসেবে  শপথ গ্রহণ করেন। পরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট এরদোগান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

শপথ গ্রহণের পর পরই প্রেসিডেন্ট এরদোগান তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধি পরিদর্শন করেন।

রাষ্ট্রপ্রধান সাহাবুদ্দিন গত বৃহস্পতিবার রাতে ছয় দিনের সরকারি সফরে ঢাকা ত্যাগ করেন। তুরস্ক সফরকালে রাষ্ট্রপতি আঙ্কারায় শেরাটন আঙ্কারা হোটেলে অবস্থান করছেন।

আগামী ৬ জুন একটি ভিভিআইপি বিমানে দেশে ফেরার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানের।

#

শিপলু/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

Handout Number: 2046

**President attends Erdogan's oath-taking ceremony in Ankara**

Dhaka, 4 June:

President Mohammed Shahabuddin along with his spouse Dr. Rebecca Sultana today attended the oath-taking ceremony of Turkey's newly elected President Recep Tayyip Erdogan at the Grand National Assembly of the Presidential Complex in Turkey's capital Ankara tonight.

President's Press Secretary Md. Joynal Abedin, who is traveling with the President informed that Bangladesh President along with other 77 world leaders attended the function around 5 pm (Turkey local time).

Besides, representatives of some other international organizations, including NATO and Organization of Islamic Cooperation (OIC), were also present on the occasion.

Later, a special ceremony was held at the Presidential Palace marking the installation of President Erdogan.

After the ceremony, President Erdogan exchanged greetings with Bangladesh President Mohammed Shahabuddin and other world leaders. His Turkish counterpart Erdogan was sworn in the highest office of the country as the President for the third consecutive terms.

Subsequently President Erdogan visited the grave of the founder of the Turkish state, Mustafa Kemal Ataturk.

Earlier, the Head of the State reached Ankara in last morning on a six-day official visit to attend the programme.

The President is expected to return home on June 6 evening by a VVIP flight (Flight No. BG 208), according to the itinerary.

#

Shiplu/Pasha/Sanjib/Abbas/2023/1713 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪৫

**প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্‌যাপন এবারের পরিবেশ দিবস**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ঘোষণা মোতাবেক ‘প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে’ প্রতিপাদ্যে এবং ‘সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ’ স্লোগানে এবার বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হবে। ৫ জুন সকাল সাড়ে নয়টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করবেন। শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠেয় পরিবেশ মেলা চলবে ৫ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত। বৃক্ষমেলা চলবে ৫ থেকে ২৬ জুন এবং ১ থেকে ১২ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত। প্রতিদিন মেলা চলবে সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা পর্যন্ত।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২৩ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন সাংবাদিকদের ব্রিফিং কালে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা জানান।

পরিবেশমন্ত্রী জানান, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৫ জুন সকাল ১১ টায় শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০২২, জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২১ এবং সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক বিতরণ করা হবে।

শাহাব উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে স্মরণিকা ও বুকলেট প্রকাশ করা হবে। দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় এবং ঢাকা মহানগরীর ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শিশু চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও স্লোগান প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের জন্য সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও রোপিত বৃক্ষের যত্ন বৃদ্ধির জন্য এবারের জাতীয় বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজনে করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হবে। মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ করা হবে।

মন্ত্রী জানান, প্লাস্টিক দূষণ রোধে দশ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধে তিন বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিষিদ্ধকৃত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩ হাজার ৬৯২টি মামলা দায়ের, ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়, ১ হাজার ৭৬৩ টন পলিথিন জব্দ এবং ১৬৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, সুন্দরবন সহ অন্যান্য বনভূমিতে যাতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দ্বারা কোনো দূষণ না হয় সে বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্রিফিংকালে মন্ত্রী পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিসহ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

এসময় উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহম্মেদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪৪

**আগামীকাল মরহুমা কামরুন্নেসা আশরাফ দীনা’র**

**আত্মার মাগফেরাত কামনায় মিলাদ মাহফিল**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

সদ্য প্রয়াত নেত্রকোনা জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো: আশরাফ আলী খান খসরুর সহধর্মিণী মরহুমা কামরুন্নেসা আশরাফ দীনা’র আত্মার মাগফেরাত কামনায় আগামীকাল বাদ আসর নেত্রকোনা জেলা সদর উপজেলার মোক্তারপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে সকলকে শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

#

এনায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/রাসেল/আসমা/২০২৩/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪৩

**বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে ফরিদপুর**

 **-বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

**ঢাকা,** ২১ জৈষ্ঠ্য **(৪ জুন) :**

আধুনিক ও স্মার্ট বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করতে এখাতের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে পাট সমৃদ্ধ জেলা ফরিদপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক। বহুমুখী পাটপণ্যের প্রসার বাড়াতে আরো বেশি হারে দেশে ও বিদেশে পাটপণ্যের প্রদর্শনী করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, সে দিন আর বেশি দূরে নয় সরকারের সফল উদ্যোগের ফলে বহুমুখী পাটপণ্য সবার হাতে হাতে পৌঁছে যাবে।

আজ ফরিদপুরের অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে বহুমুখী পাটপণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পাটের সাথে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ জড়িত। তাই পাটপণ্যের রপ্তানির পাশাপাশি পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ অনুযায়ী ১৯টি পণ্যে পাটের বস্তার সঠিক ব্যবহার, পাটের বস্তার যোগান ও দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযান আরো জোরদার করতে পাট অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে আন্তরিক হতে হবে। পাট মৌসুমে কাঁচাপাট পচাঁতে স্বচ্ছ পানির সমস্যার কথা অনুধাবন করে তিনি বলেন, দরকার হলে সরকারি জলাধার লিজ নিয়ে পাট পঁচাতে কৃষকদের সহযোগিতা করা হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটজাত পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২৩ এবং সোনালী আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী’র ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে, পাটপণ্যকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। সে লক্ষ্যে পাটখাতের অংশীজনসহ বছরব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী, সেমিনার, সভা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি জেলা ও বিভাগীয় শহরে পাট ‍ও পাটজাতপণ্য প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

পাট অধিদপ্তর ও ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, জেডিপিসির নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাহমুদ হোসেন ও পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সেলিনা আক্তার।

উল্লেখ্য, ৪ থেকে ৮ জুন প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে। এবার মেলায় ২২টি উদ্যেক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। তারা বহুমুখী পাটপণ্যের পসরা সাজিয়েছেন। বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তাগণ ২৮২ প্রকার দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। প্রদর্শণীতে পাটের প্রায় সব পণ্য রয়েছে।

#

সৈকত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪২

**মানহীন বই যেন ই-লাইব্রেরীতে স্থান না পায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে**

 **-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ২১ জৈষ্ঠ্য **(৪ জুন) :**

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, স্মাট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম উপাদান স্মার্ট গ্রন্থাগার তৈরি ও পাঠকদের যুগোপযোগী সেবা প্রদানের মাধ্যমে আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে ইবুকের কোনো বিকল্প নেই। আমরা পর্যায়ক্রমে কাগজের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বইগুলোকে ইবুকে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছি। এর মাধ্যমে ইবুককে পাঠকের জন্য আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগে 'স্মার্ট গ্রন্থাগার বিনির্মাণে ই-লাইব্রেরির ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, কাগজের বইকে ইবুকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যাতে মানসম্পন্ন বইসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় সে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিতে হবে। কোনক্রমেই মানহীন বই যাতে এতে স্থান না পায় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আবুবকর সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রোকনুজ্জামান। সেমিনারে আলোচনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান ও সাবেক রেজিস্ট্রার অব কপিরাইটস জাফর রাজা চৌধুরী।

#

ফয়সল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৫০২ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪১

**বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ২১ জৈষ্ঠ্য **(৪ জুন) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'Solutions to Plastic Pollution' অর্থাৎ ‘প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন এবং সম্পদের অপরিমিত ব্যবহারের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ আজ অনেকটাই বিপর্যস্ত, হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বিশ্বব্যাপী গত ৭০ বছরে প্লাস্টিকের বহুমুখী ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বিশেষ করে একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের অত্যধিক উৎপাদন, যত্রতত্র ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং উর্বর কৃষি জমি থেকে শুরু করে জলাশয়ের প্রতিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফুড চেইনের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী, গবাদি পশু ও মানুষের দেহে মাইক্রো প্লাস্টিক প্রবেশ করছে। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ক্যান্সার ও বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই, প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস, প্লাস্টিকের পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন বৃদ্ধি এবং প্লাস্টিকের কার্যকর বিকল্প উদ্ভাবনের এখনই সঠিক সময়।

প্লাস্টিক দূষণ ও এর সমাধানের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে United Nations Environment Assembly (UNEA) ইতোমধ্যে একটি Intergovernmental Negotiating Committee (INC) গঠন করেছে; যা প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের লক্ষ্যে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে একটি Legally Binding Agreement- এর খসড়া প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এর মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে বিশ্ববাসী সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে। টেকসই প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Multisectoral Action Plan 2021-2030 প্রণয়ন করেছে, যেখানে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে Circular Material- এর ব্যবহার বৃদ্ধি, একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন ও ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস, প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃচক্রায়নের হার ধাপে ধাপে বৃদ্ধি এবং বাৎসরিক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার প্লাস্টিকের উৎপাদন হ্রাস ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩- এর মাধ্যমে পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহন, মজুত ও ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ এবং পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন, ২০১০ ও পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক বিধিমালা, ২০১৩- এর মাধ্যমে পলিথিনের বিকল্প পাটের শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে আমাদের সরকার প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যাতে প্রতিবেশ ও পরিবেশসম্মত বিধিব্যবস্থা পরিপালন করা হয় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্র দূষণরোধ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আমরা ব্লু-ইকোনমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এছাড়াও, সমন্বিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে 'National Adaptation Plan ( NAP) 2023-50, Updated Nationally Determined Contribution (NDC) 2021 এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) 2022-41' প্রণয়ন করেছে।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের টেকসই ব্যবস্থাপনায় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/শামীম/২০২৩/১১৪৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৪০

**বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ২১ জৈষ্ঠ্য **(৪ জুন) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানব সম্প্রদায় ও প্রাণিকূলের অস্তিত্বের জন্য দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশের বিকল্প নেই। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপায়ে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণ করছি। পরিবেশ দূষণকে আরো বেশি সমস্যাসংকুল করে তুলেছে প্লাস্টিকজাত পণ্যের অপরিকল্পিত ব্যবহার। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হচ্ছে, যার অর্ধেক হলো শুধু একবার ব্যবহৃত প্লাষ্টিক অর্থাৎ Single Use Plastic এবং এগুলোর বেশিরভাগ পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়। প্লাস্টিক সহজে পঁচে না এবং ক্ষয় হয় না। ফলে জলাভূমি, নদ-নদী ও সমুদ্রে প্রবাহিত হয়ে পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্লাস্টিক দূষণ শুধু সামুদ্রিক প্রতিবেশ নয়, পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে সমুদ্রতল পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিবেশে বিরাজমান জীববৈচিত্র্যতা এবং সর্বোপরি মানবস্বাস্থ্যের জন্য একটি দৃশ্যমান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য Solutions to Plastic Pollution' যার ভাবার্থ ‘প্রান্তিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে এবং এবারের স্লোগান: Beat Plastic Pollution যার ভাবানুবাদ, ‘সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, ভোক্তাসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে প্লাস্টিক পণ্যের পুনঃব্যবহার ও এর টেকসই বিকল্প উদ্ভাবন খুবই জরুরি। প্রকৃতির অক্ষুণ্ণতা বজায় রেখে সবাই মিলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ করবো এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সখী-সুন্দর সোনার বাংলা বিনির্মাণ করবো- এটাই হোক সকলের ব্রত।

আমি ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩’ উদযাপনের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/শামীম/২০২৩/১১১৪ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩৯

**জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ২১ জৈষ্ঠ্য **(৪ জুন) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২৩’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য ‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ খুবই যৌক্তিক এবং সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এ বছর যাঁরা ‘বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন, ২০২২’, ‘বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০২১’ এবং যে সকল উপকারভোগী সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশ পেয়েছেন তাঁদের আমি প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন আধার সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃক্ষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আওয়ামী লীগ সরকার টেকসই বন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন বাড়ানোর জন্য সরকারি বনভূমিসহ প্রান্তিক ভূমিতে সামাজিক বনায়ন এবং উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চরভূমিতে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, বন সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশীয় স্থানোপযোগী প্রজাতির বনায়ন করে অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে। এভাবে ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন ২৫%-এ উন্নীত করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমণ্ডল হতে কার্বন অপসারণ ও বন খাতের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল রেড প্লাস স্ট্রাটেজি’ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সবুজ-শ্যামল এ বাংলাদেশ এক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি। দেশকে আরো সবুজে আচ্ছাদিত করার লক্ষ্যে এ বছরও জাতীয় পর্যায়সহ সারাদেশে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হচ্ছে এবং তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। উন্নত প্রজাতির বৃক্ষের সঙ্গে পরিচয় এবং চারা সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমেলার আয়োজন সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি। তাছাড়া বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মাঝে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে দেশবাসীকে বৃক্ষরোপণে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে মনে করছি।

আসুন, আমরা সবাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আজীবন স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়তে প্রত্যেকে অন্তত একটি করে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করে তার যত্ন নেই এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা নিরাপদ বাসযোগ্য আবাসভূমি গড়ে তুলি।

আমি ‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা, ২০২৩’ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১১১৬ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৩৮

**জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২১ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩ আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই গাছ ও বনের উপর মানুষসহ বিশ্বের সকল প্রাণী নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও বাস্তুসংস্থান বজায় রাখতে গাছের ভূমিকা অসীম। মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃক্ষরাজির উপর নির্ভরশীল। বৃক্ষসমৃদ্ধ বনই মানুষের জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু, যা মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। সবুজ-শ্যামল অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত বাংলাদেশে রয়েছে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক বনাঞ্চল-পাহাড়ি বন, শালবন ও বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এছাড়াও এদেশে উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করার জন্য সৃজন করা হয়েছে ‘উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী’। শ্যামল বাংলার এই অপরূপ প্রকৃতি রক্ষায় আমাদের সবাইকে আরো বেশি সচেতন এবং যত্নশীল হতে হবে। প্রেক্ষিতে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার প্রতিপাদ্য ‘গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার দেশের বনজ সম্পদের উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে বিদ্যমান বন সংরক্ষণের পাশাপাশি দেশে বন সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিলুপ্ত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সরকারি বনভূমি ও প্রান্তিকভূমিতে সামাজিক বনায়ন, সরকারি বনভূমিতে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বনভূমি সংরক্ষণ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এসকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধে কার্যকর অবদান রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।

বৃক্ষরোপণ অভিযানের মতো মহৎ কাজে এ বছর যারা ‘বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২২’ ও ‘বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০২১’ পেয়েছেন আমি তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি, তাদের এ অর্জন অন্যদেরকেও বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসতে উৎসাহ যোগাবে। আমি দেশবাসীকে অধিকহারে গাছ লাগিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থ ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩’ সফল হোক - এ কামনা করছি।

জয় বংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ